মেহেরপুরের বারাদী ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিএফের চাল বিতরণ

মেহেরপুরের বারাদী ইউনিয়ন পরিষদে হতদরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষের মাঝে ভিজিএফ কর্মসূচির চাল বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এ চাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়।

দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর ১০ কেজি করে চাল পেয়ে সন্তুষ্টির হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন সুবিধাবঞ্চিত মানুষরা। তাদের জন্য এই ১০ কেজি চাল কয়েকদিনের খাদ্যচিন্তা লাঘব করবে বলে জানান অনেকেই।

চাল বিতরণকে কেন্দ্র করে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন একে অপরের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটান এবং সুখ-দুঃখের গল্প ভাগাভাগি করেন। অনেক প্রবীণ মানুষের কাছে এটি যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

এবার প্রকৃত দুঃস্থ, অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের হাতে সহায়তা পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা স্বচ্ছভাবে কাজ করতে পেরেছেন বলেও তারা মন্তব্য করেন। এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সচেতন মহল।

এ বিষয়ে বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক রাকিবুল ইসলাম বলেন, এবার আমরা ব্যতিক্রমভাবে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। পরিষদের দফাদার ও চৌকিদারদের দিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রকৃত দুঃস্থ ও অতি দরিদ্র নারী-পুরুষের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই তালিকার ভিত্তিতেই চাল বিতরণ করা হয়েছে, এতে সবাই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তিনি আরও জানান, ইউনিয়নের ১ হাজার ৩০০টি দুঃস্থ ও অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে ভিজিএফ (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) কর্মসূচির আওতায় ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে ভিজিএফ চাল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে জন প্রতি ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে ৭টার সময় ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে চাল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৫–২৬ অর্থবছরের আওতায় ২০২৬ সালের ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বরাদ্দকৃত ভিজিএফ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ০৬ নং হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে উপকারভোগীদের মাঝে এই চাল বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় অনুকূলে বরাদ্দপ্রাপ্ত ২৬৮৮টি কার্ডের বিপরীতে প্রত্যেক উপকারভোগীকে নির্ধারিত পরিমাণ চাল প্রদান করা হয়।

ভিজিএফ চাল সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বিতরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিএনপির পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সোলেমান মল্লিক এবং ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওহিদুজ্জামান। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন হাউলী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির উবায়দুর রহমান ও সেক্রেটারি আব্দুল গাফফার।

চাল বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনির, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান এবং ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করেন। উপকারভোগীরা জানান, ঈদ উপলক্ষে সরকারের এ সহায়তা তাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

গাংনীর রাইপুর ইউনিয়নে ভিজিএফ চাল বিতরণ অনিশ্চিত

বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের জেরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নে প্রায় ৩২শ অতিদরিদ্র মানুষ ভিজিএফের চাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রতিপক্ষের হামলার ভয়ে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বশীলরাই পরিষদে যেতে সাহস পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে উপজেলার অন্য সব ইউনিয়ন পরিষদ ইতোমধ্যে খাদ্যগুদাম থেকে চাল উত্তোলন করে বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। কিন্তু রাইপুর ইউনিয়নে এখনো কোনো সিদ্ধান্তই নেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে থমকে আছে ভিজিএফের চাল উত্তোলন ও বিতরণ কার্যক্রম। ঈদ উপলক্ষে সরকারের বরাদ্দ দেওয়া এই চাল পাওয়ার কথা ছিল ইউনিয়নের প্রায় ৩ হাজার ২০০ অতিদরিদ্র মানুষের।

গত মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় বিএনপির দুই গ্রুপের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের জেরে এখনো উপজেলা খাদ্যগুদাম থেকে চাল উত্তোলনই করতে পারেনি ইউনিয়ন পরিষদ। অভিযোগ উঠেছে, প্রতিপক্ষের হামলার আশঙ্কায় ইউনিয়ন পরিষদে যেতে ভয় পাচ্ছেন প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য এবং সচিব পর্যন্ত। ফলে পরিষদের কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠকও করা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে প্রতিপক্ষ উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ১০ থেকে ১৫টি মোটরসাইকেলে করে ইউনিয়ন পরিষদে এসে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার ছোট ভাইয়ের দোকান এবং কর্মী-সমর্থকদের বাড়িতেও গিয়ে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান।

এ পরিস্থিতিতে ভিজিএফের চাল উত্তোলন ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণ নিশ্চিত করতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কাছে সহায়তা চেয়েছেন প্যানেল চেয়ারম্যান।

রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম জানান, আমার প্রতিপক্ষ গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপুকে পরিষদে জোর করে বসানোর অপচেষ্টা করেন। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে

দেশীয় অস্ত্র, লাঠি-সোঁটা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ দখল ও চাল উঠলে তা লুট করার ঘোষণা দেন। এতে রাইপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্র লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের প্রতিহত করার ঘোষণা দেন।

গত মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে শত শত সশস্ত্র লোক নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে এলে এলাকার লোকজন তাদের সেই হামলা প্রতিহত করেন। তারপর থেকে এলাকার সন্ত্রাসীদের ভাড়া করে বুধবার সারাদিন ১০/১৫টি মোটরসাইকেলযোগে সন্ত্রাসীরা পরিষদের আশপাশে আসে এবং নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে আমাকে খুঁজতে থাকে।

তিনি আরও বলেন, অত্র ইউনিয়নের প্রায় ৩২শ হতদরিদ্র মানুষের ভিজিডির চাল উত্তোলন এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তিনি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান প্রশাসনিক সহযোগিতা করে হতদরিদ্রদের মাঝে চাল বিতরণ করতে।

এদিকে এলাকার ভুক্তভোগীরা বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভিজিএফের চাল না পেলে অনেকের ঈদের আনন্দই মাটি হয়ে যাবে। তারা বলেন, আমরা মারামারি বুঝি না। আমরা দরিদ্র মানুষ। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল ঈদের আগেই আমাদের দেওয়া হোক।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) আশরাফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টির দ্রুত সমাধান না হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাল বিতরণ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, রাজনৈতিক বিরোধ ভুলে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির সমাধান হবে এবং ঈদের আগেই ভিজিএফের চাল পাবেন প্রকৃত উপকারভোগীরা।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু ও বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের মধ্যে ভিজিডির চাল বিতরণ ও প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে সৃষ্ট সংঘর্ষে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুসহ উভয় পক্ষের প্রায় ১০ জন আহত হন। আহত আলফাজ উদ্দীন কালুকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই লিখিত অভিযোগ

দেয়নি। লিখিত অভিযোগ দিলে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে বিনামূল্যে ভিডাব্লিউবি’র চাল বিতরণ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে “স্বনির্ভরতার জন্য সহায়তা” মূলনীতির আওতায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ৬নং হাউলী ইউনিয়নে বিনামূল্যে চাল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৫-২০২৬ চক্রের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৩৭৪ জন উপকারভোগীর প্রত্যেককে ৩০ কেজি করে চাল প্রদান করা হচ্ছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইউসুফ আলী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান, ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, হাউলী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ওবায়দুল্লাহ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, সহিদুল ইসলাম, আব্দুল হান্নান পটু, রিকাত আলী সহ অন্যান্য ইউপি সদস্য, উপকারভোগী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিনে ১ থেকে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ২০৯ জন উপকারভোগীদের মাঝে চাল বিতরণ সম্পন্ন হয়। আগামী বৃহস্পতিবার ৬ থেকে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ১৬৫ জন উপকারভোগীদের মাঝে চাল বিতরণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]